E-CONTENT

Prepared by

Mrs. SUSMITA CHOUDHURY
SACT
Department of Geography

BARJORA COLLEGE
NAAC ACCREDITED 'B'
Affiliated to the Bankura University
Barjora , Bankura, West Bengal, Pin-722202
Estd. – 1985

E-CONTENT FOR

Semester: VI

Course: Honours

Course Code: SHGEO/604/DSE-3

Course Title: Soil and Bio-Geography

Topic of the E-Content

ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প

বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের সরকারি প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে সম্ভবত- সবচেয়ে পুরুত্বপূর্ণ এবং সফলতম উদ্যোগ হল ব্যাঘ্র প্রকল্প, ভারতের বাঘের সংখ্যা খুব দ্রুত কমে যাওযায় বাঘ সংরক্ষনে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়নে 1971 সালে ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ একটি কর্ম সম্পাদনকারী কমিটি গঠন করে। ঠিক এই সময়ে , 1972 সালে বাঘ শুমারিতে জানা গেল ভারতে বাঘের সংখ্যা মাত্র 1827 যা বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ছিল 40,000। এর কারণ সম্ভবত পূর্বে বাঘ শিকার নিষিদ্ধ ছিল না, এই পরিস্থিতিতে টাস্কফোর্সের সুপারিশক্রমে 1973 সালের 1 এপ্রিল ব্যাঘ্র প্রকল্পের সূচনা করা হয়। ঐ সময় ভারতের ব্যাঘ্র যুক্ত নয়টি বনাঞ্চলকে বেছে নিয়ে টাইগার রিজার্ভ ঘোষিত হয়। 2010 এ সেই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে 39 টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে 32137 বর্গ কিমি বনাঞ্চল জুড়ে এই 39 টি টাইগার রিজার্ভ বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত। এছাড়া ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি হল-

১) বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক,সাংস্কৃতিক, সৌন্দর্যবোধ এবং বাস্তুসংস্থানগত মূল্যের জন্য বাঘের প্রজাতিকে ভারতে টিকিয়ে রাখা এবং বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা।

২) সর্বসাধারণের উপকার, শিক্ষা এবং সুখের জন্য জীব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে প্রাকৃতিক হেরিটেজ রূপে সংরক্ষণ করা।

৩) বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক পরিবেশ উন্নয়ন।

এছাড়া টাইগার রিজার্ভ পরিচলন সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি রয়েছে। এই কমিটি পরিচালন সংক্রান্ত কিছুই নির্দেশাবলী তৈরী করেছে, এগুলি হল-

১) অরণ্যের যে অঞ্চলে বাঘ বসবাস করে সেই আবাসের সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রই বাঘের আবাস হিসাবে সুরক্ষিত থাকবেন।

২) প্রত্যেক টাইটার রিসার্ভের একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল থাকবে যা মানুষের অবৈধ প্রবেশ, শিকার এবং অন্যান্য কাজকর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

৩) কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চারিদিকে থাকবেন বাফার অঞ্চল যেখানে সংরক্ষণ কেন্দ্রীক ভূমি ব্যবহার হবে।

৪) মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ বাঘের স্বাভাবিক আবাস সংশোধন করে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫) বাঘের আচরণবিধি খাদ্যাভ্যাস, প্রজনন ইত্যাদি সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করতে হবে। বর্তমানে 'ব্যাঘ্র প্রকল্প ' বাঘ তথা অরণ্য সংরক্ষনের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। টাইগার রিজার্ভ স্থাপনের মাধ্যমে গত তিন দশকে বাঘের সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে। 2010 এ বাঘের সংখ্যা ছিল 1706 যা 2006 এ ছিল 1411।

প্রকল্প করণীয়

ব্যাঘ্র সংরক্ষনের জন্য ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলিকে দুটি এলাকায় ভাগ করা হয়েছে- ক) কোর বা অরণ্যের গভীরতম এলাকা, খ) বাফার বা কোর অরণ্যের বাইরে মূল বনাঞ্চল।

কোর এলাকায় মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং বাফার অঞ্চলটিতে মানুষ প্রবেশ করতে পারে কিন্তু মানুষ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার সাহায্য নিম্নে ব্যাঘ্র মানচিত্র তৈরী,ব্যাঘ্র ও তার মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ভারতে এই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে 1: 50000 স্কেলে উদ্ভিদ ও ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র তৈরী হচ্ছে। এতে সমোন্নতি রেখা, রাস্তাঘাট, জনবসতি, মৃত্তিকা ও প্রশাসনিক সীমারেখা নির্দেশিত থাকছে। বিশেষ স্তরগুলি হবে জনসংখ্যা, পালিত পশু সংখ্য জলবায়ুগত তথ্য কৃষি সংক্রান্ত তথ্য, বন্যপ্রাণী ও তারপর বাসস্থল সংক্রান্ত তথ্যাদি যা বাঘ ও তার বাসস্থল সংরক্ষণ ও নজরদারিতে সাহায্য করবে।

ইতিমধ্যে বেতার যোগাযোগ ও বন পাহারা ব্যবস্থা জোরদার করায় চোরা শিকার কমছে। দাবানল প্রতিরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরী হয়েছে। ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বনে জলের সহজ প্রাপ্তি ও ঘাসের আবরণ স্সুরক্ষার দিকে যত্ন নেওয়া হচ্ছে যাতে বাঘ সহ বন্যাপ্রাণীর সংখা বৃদ্ধি পায়।

এক একটি ব্যাঘ্র প্রকল্পে রয়েছে একটি স্টিয়ারিং কমিটি ও একজন ফিল্ড ডিরেক্টর। সারা দেশে ব্যাঘ্র প্রকল্প গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য রয়েছে একজন পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর। আশা করা জায়গা ব্যাঘ্র প্রকল্প সার্থকভাবে রূপয়িত হবে এবং বাঘের আবাস স্থল তথা বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে।

.....

,

BARJORA COLLEGE
Estd.-1985